29 JAN 2016
৩ কলাম ৪

প্রথম আলো

# কওমি মাদ্রাসায় নজরদারির অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নিজ নিজ এলাকার কওমি মাদ্রাসাগুলোকে নজরদারিতে রাখতে সাংসদদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা যাতে জঙ্গি কাজে সম্পৃক্ত হতে না পারে, সেদিকে সাংসদদের লক্ষ রাখতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে খাদ্যমন্ত্রী এ অনুরোধ জানান। তিনি গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে সাংসদদের প্রশ্নের জবাব দেন।

সম্পূরক প্রশ্নে স্বতন্ত্র সাংসদ হাজি মো. সেলিম বলেন, কওমি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির কারখানা। সম্পূরক প্রশ্ন

সংসদে প্রশ্নোত্তর

করতে গিয়ে জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, জঙ্গিদের অনেকে বিদেশের উচ্চ ডিগ্রিধারী। ঢালাওভাবে কওমি মাদ্রাসাকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না।

তরীকত ফেডারেশনের নজিবুল বশর মাইজভান্ডারি বলেন, জঙ্গিবাদের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের সম্পৃক্ততা রয়েছে। সিগন্যাল আছে, সরকার কোনোভাবে এদের সঙ্গে আঁতাত করছে। এটা হলে কিন্তু বুমেরাং হবে। জঙ্গিরা জঙ্গিই। সেটা কওমি হোক আর আলিয়া মাদ্রাসা হোক।

জবাবে কামরুল ইসলাম বলেন, 'ঢালাওভাবে কওমি মাদ্রাসাকে দোষারোপ করা হচ্ছে না। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও জঙ্গি রয়েছে। ব্লগারদের কারা হত্যা করছে, সেটা দেখতে পাচ্ছেন। আবার চট্টগ্রামের পাহাড়ে অবস্থিত মাদ্রাসায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। কিছু মাদ্রাসা আছে যেগুলো জঙ্গি তৈরির কারখানা। আমার এলাকায় ৭৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। বাস্তবে এর চাহিদা আছে কি না? এর ছাত্র কোত্থেকে আসে? এ বিষয়ে সাংসদদের নিজ নিজ এলাকার মাদ্রাসার প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে।'

প্রশ্নোত্তরের আগে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়।